ভোরের কাগজ

তারিখ JUL 29 1998 পৃষ্ঠা 12 কলাম 4

5

# গণবিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটেনি এখনো ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাস ছাড়ার নির্দেশ

## হুমকি দেওয়ার অভিযোগ এনে মামলা করেছে শিক্ষার্থীরা

**তায়েফুর রহমান ও চকোর মালিথা, গণবিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে** : সাভারের নয়ারহাটস্থ গণবিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার এখনো অবসান হয়নি। পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রী তাদের অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছে। কিছু সন্ত্রাসী ও একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা আন্দোলনকারীদের ওপর নানা ধরনের হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল সরজমিনে গণবিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, গত মঙ্গলবার ঘটে যাওয়া সংঘর্ষের পর ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের জন্য আরো সংগঠিত হচ্ছে। আগামীতে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদানসহ তারা বৃহত্তর কর্মসূচিতে যাবে। গত মঙ্গলবার রাত ১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে ছাত্রদের বৈঠক কোনো সমঝোতা ছাড়াই শেষ হয়েছে। ছাত্ররা অভিযোগ করেছে, ঐ বৈঠকে ছাত্রদের কোনো কথা বলার সুযোগ ছিল না এবং কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে। ছাত্রদের দাবি পাঁচ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবে না।

এদিকে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, 'আসলে এসব কোনো দাবি নয়। ছাত্ররা পরীক্ষা পেছানোর জন্য আন্দোলন করছে। পরীক্ষা পেছানোর ক্ষমতা আমার নেই। পরীক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত তাদের কোনো কথা শোনা হবে না'। এদিকে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান গতকাল এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রথম সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের গতকাল বিকাল ৫টার মধ্যে বিছানা-বালিশসহ ক্যাম্পাস ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী কেউ ক্যাম্পাস ছেড়ে যায়নি। সবাই একত্রিত হয়ে একাডেমিক ভবনে অবস্থান করছে।

সন্ত্রাসী ও কর্মকর্তার দেওয়া হুমকির ব্যাপারে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে গতকাল বুধবার একজন ছাত্র সাভার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছে।

গণবিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় গত বছরের ১৪ জুলাই এবং ক্লাস শুরু হয় একই বছরের ৭ অক্টোবর। ছাত্রছাত্রীরা শুরু থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত দাবি-দাওয়া পেশ করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বরাবরই এ ব্যাপারে থেকেছে নিরব। অধিকন্তু কর্তৃপক্ষ দুজন প্রভাষককে অব্যাহতি দিলে ছাত্রছাত্রীরা পড়ে আরো বিপাকে। তখন তারা পাঁচ দফা দাবি জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করে এবং ৫ জুলাই থেকে অবস্থান ধর্মঘট করার কথা জানিয়ে বিভিন্ন রকম পোস্টার লাগায়। কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীরা ৪ জুলাই রাতে ধর্মঘটের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কথা থাকলেও ডা. জাফরুল্লাহ তাদের সঙ্গে আলোচনায় না বসলে ৬ জুলাই থেকে ছাত্রছাত্রীরা আবার আন্দোলন শুরু করে। কর্তৃপক্ষ তখন ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের দাবি নিয়ে ডা. জাফরুল্লাহর সঙ্গে বৈঠকে বসার আশ্বাস দেয়। ২৫ জুলাইও ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে না বসলে ২৬ জুলাই থেকে তারা আন্দোলনে যায় এবং ২৭ জুলাই সকাল থেকে ছাত্রছাত্রীরা রেজিস্ট্রার ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করে।

এ সময় গণবিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মচারী ও কতিপয় বহিরাগত সন্ত্রাসী তাদের প্রতি কটূক্তি করে এবং ছাত্রছাত্রীদের ওপর চড়াও হয়। এ সময় উভয় পক্ষের ইটপাটকেল নিক্ষেপের কারণে ২০/২৫ জন আহত হয়।, সন্ত্রাসীরা ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিয়ে গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ছাত্রছাত্রীরা মহাসড়কে অবস্থান নিলে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এ সময় কয়েক শত গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেলে হাজার হাজার যাত্রী চরম বিপাকে পড়ে।

এই অবরোধের খবর পেয়ে সাভার থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, ধামরাই থানার নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এএসপি সার্কেল, থানার ওসিসহ বেশ কিছু পুলিশ কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গেলে পরিস্থিতি রাত ১০টার দিকে নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে ফিরে যায়। এদিকে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রভাবশালী কর্তা এবং বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী এই বলে হুমকি দেয় যে, পরবর্তী সময়ে আন্দোলনে গেলে তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা চরম আতঙ্কে সময় কাটাচ্ছে। সন্ত্রাসীরা এখনো ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি বেশ কিছু পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

**শনিবার থেকে পরীক্ষা**

এদিকে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় ও ফাইনাল পরীক্ষা আগামী শনিবার শুরু হবে। এই পরীক্ষা ২০ আগস্ট শেষ হবে। পরীক্ষা চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে। উল্লিখিত সময় পরীক্ষার্থী ছাড়া অন্য ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৩ আগস্ট সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস সমূহ পুনরায় শুরু হবে।